"মিষ্টি বাচ্চারা - টিচার হলেন বিদেহী, তাই তোমাদেরকে স্মরণের পরিশ্রম করতে হবে, এই স্মরণ করতে করতে যখন পরীক্ষা সম্পূর্ণ হবে, তখনই তোমরা ঘরে চলে যাবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের স্মরণে থাকার পরিশ্রম করতে হবে, কোন্ ধোঁকাতে কখনোই তোমরা আসবে না ?

*উত্তরঃ - আত্মার সাক্ষাৎকার হল, ঝলমলে রূপে দেখলে - এতে কোনো লাভ নেই, এমন নয় যে সাক্ষাৎকারের দ্বারা বা বাবার দৃষ্টি পড়লেই পাপ মুক্ত হয়ে যাবে অথবা মুক্তি পেয়ে যাবে l তা কিন্তু নয় l এতে তো আরও ধোঁকায় থেকে যাবে l স্মরণের পরিশ্রম করো, এই পরিশ্রমেই কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে l এমন নয় যে, বাবা দৃষ্টি দিলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে l তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে l

ওম্ শান্তি l আত্মিক বাবা বসে আত্মিক বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, তিনি পড়ান, যোগও শেখান l যোগ করা কোনো কঠিন বিষয় নয় l বাচ্চারা যখন পড়ে, যোগ তো তখন টিচারের সঙ্গেই থাকে, আমাদের অমুক টিচার পড়াচ্ছেন - নিজের সমান বানানোর জন্য l এইম অবজেক্ট তো থাকেই l তারা মনে করে যে, আমরা এই নির্দিষ্ট জায়গায় পড়ছি l এখানে টিচার বলবেন না যে, আমার সঙ্গে যোগ লাগাও l অটোমেটিক্যালি যিনি পড়ান, তাঁর সাথে যোগ লেগেই থাকে l সারাদিন তো তিনি পড়ান না l লৌকিক পড়া তো জন্ম - জন্মান্তর ধরে পড়ে এসেছো l অভ্যাস হয়ে গেছে l এখানে তো তোমাদের একদম নতুই প্র্যাক্টিস হচ্ছে। ইনি কোনো দেহধারী টিচার নন l ইনি হলেন বিদেহী টিচার, যাঁর সাথে প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর তোমরা মিলিত হও l তিনি নিজেই বলেন, আমি তোমাদের দেহধারী টিচার নই, তাই তোমাদের এই স্মরণ স্থায়ী হয় না l নিজেকে আত্মা মনে করে স্মরণ করতে হবে যে, আমাকে পরমপিতা পরমাত্মা টিচার পড়াচ্ছেন l যতক্ষণ না পরীক্ষায় পাস করছ ততক্ষণ টিচারকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে l স্মরণ করতে করতে যখন পরীক্ষায় পাস করে যাবে তখন ঘরে চলে যাবে l পরীক্ষা সম্পূর্ণ হলেই এই নাটক শেষ হয়ে যায় l বাচ্চারা, তোমরা এটা জানো যে, আমি আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট নিহিত আছে যা আমাদের পালন করতে হবে l এটাও তোমরা এখন জানতে পেরেছো l পরে ওখানে তোমাদের এই কথা মনে থাকবে না l এখানে তোমরা সম্পূর্ণ জ্ঞান পাও l টিচার-ই বসে সম্পূর্ণ নলেজ বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন, যা তোমাদের বুঝতে হবে আর স্মরণেও রাখতে হবে l প্রতি মুহূর্তে বাবা বলেন - মন্মনা ভব l 'মন্মনা ভব'-র অর্থও আছে l বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, এই শব্দটি সঠিক l বাবা নিজেই বলেন যে, আমাকে স্মরণ কর তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে, এতে সময় তো লাগেই l নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে l লৌকিক পড়াতে যেমন অনেক বিষয় থাকে, যেমন - ইতিহাস, হিসেব - নিকেশ, বিজ্ঞান ইত্যাদি l ছাত্ররা বুঝতে পারে যে, আমরা কত নম্বর নিয়ে পাস হব l বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা এতো নম্বর নিয়ে পাস হবো l নিজেকে দেখা উচিত যে, আমরা বাবাকে ভুলে যাই না তো? অনেকেই লেখে যে, বাবা, মায়া বারেবারে ভুলিয়ে দেয় l মায়ার ঝড় অনেক আসে, ব্যর্থ চিন্তাও (বিকল্প) আসে l না বোঝার কারণে লেখে, বাবা, এতে পাপ লাগবে না তো ? বাবা বলেন, না, পাপ তখনই হবে যখন কর্মেন্দ্রিয়র দ্বারা বিকর্ম করবে l

বাবা বারবার বোঝাতে থাকেন, বাচ্চাদের জ্ঞান তো আছেই, তারা এও জানে যে, বিষ্ণু আর কৃষ্ণের হাতে স্বদর্শন চক্র কেন দেখানো হয়েছে l দেখানো হয়েছে যে অকাসুর, বকাসুরকে মেরেছিল l এখানে মারার তো কোনো কথাই নেই l এ তো হল নিজের পাপ কাটার কথা l শিববাবাকেও তো স্বদর্শন চক্রধারী বলা হবে তাই না l ওঁনার মধ্যে তো সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান রয়েছে l আত্মা বাবার থেকে এই জ্ঞান পেয়েছে যে, এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয় l স্বদর্শন চক্র ধারণ করে নিজের পাপ ভস্ম করতে হবে l জ্ঞান ধারণ করে বাবাকে স্মরণ করো l বাবার স্মরণ করলেই বিকর্মের বিনাশ হয় l প্রত্যেকেরই নিজেদের জন্য পরিশ্রম করতে হবে l এমন নয় যে, বাবা বসে দৃষ্টি দেবেন আর পাপ কেটে যাবে l বাবা বসে এমন কাজ করেন না l এমনিতে তো তিনি সকলকেই দেখবেন কিন্তু দেখলে বা জ্ঞান দিলেই বিকর্ম বিনাশ হবে না l বাবা তো পথ বলে দেন যে, এমন - এমন কর, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে l তিনি শ্রীমত দেন l আচ্ছা, মনে কর বাবা এলেন - আত্মা মনে করে আমাদের দেখলেন l এমন নয় যে এতে আমাদের পাপ কেটে যাবে, তা নয় l পাপ কাটে নিজেদের পরিশ্রমে l বাবা যদি বসে এমন করেন তাহলে এ তো এক ব্যবসা হয়ে গেল l বাবা বোঝান যে, তোমরা এমনভাবে তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো l বাবা শ্রীমতের দানই করেন l পরিশ্রম নিজের করতে হবে l অনেকেই মনে করে অমুক সাধু - সন্ন্যাসীর দৃষ্টিই সব l কৃপা - আশীর্বাদ নিতে নিতে নামতেই থাকে l তারা কি কৃপা করবে ? তাঁরা তো তাঁদের ব্রহ্ম - মহাতত্বকেই স্মরণ করে l বাবা তো পরিষ্কার ভাবেই রাস্তা বলে দেন যে, এমন এমন করো l এমন গায়নও আছে যে - নগ্ন

এসেছিলাম আবার নগ্নই যেতে হবে l এই গায়নও এই সময়েরই l বাবার ভার্সান আবারও ভক্তিতে কাজে আসে l বাবা এখন বলছেন যে - আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে l বাবা তো শ্রীমৎ দেন l ড্রামাতে এও তাঁর পার্ট l একেই সহায়তা বলো তোমরা, ড্রামা অনুসারে শ্রীমতের গায়নও আছে l বাবাকে মত দিতে হবে l তিনি বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করো l এমন নয় যে তিনি সাহায্য করে কর্মাতীত অবস্থায় নিয়ে যাবেন l তা নয় l এতে সময় লাগে l অনেক পরিশ্রমও করতে হয় l নিজেকে আত্মা মনে করার খুব সুন্দর অভ্যাস করতে হবে l বাস্তবে মায়েরা অনেক সময় পায় l পুরুষের কাজের নেশা থাকে l বাচ্চারা, তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে করতে লটারী নিতে হবে l যাতে সমস্ত জং বের হয়ে যায় l অনেকে ভালো পুরুষার্থী এমন অনুভবও হয় l তারা চার্টও রাখে l ভক্তিতে যেমন দু - তিন ঘন্টা মানুষ আরাধনা করতে বসে যায় l বাণপ্রস্থী গুরু ইত্যাদি অনেকেই করে থাকে কিন্তু তাদেরও এতো স্মরণ করে না, যতটা দেবতাদের স্মরণ করে l বাস্তবে দেবততাদের স্মরণ করার কোনো প্রয়োজন নেই, আর না দেবতারা কখনো তা শেখান l

বাচ্চারা, তোমাদের জন্য নতুন কথা নয়, আর না লাখ বছরের কথা l বাবা তো তখনই আসেন যখন স্থাপনা আর বিনাশের কার্য আরম্ভ হয় l বাচ্চারা জানে যে, এই বিনাশ তো কল্পে কল্পে হয়ে থাকে l আগের কল্পেও হয়েছিলো l তোমরা এ কথাও লেখো যে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও এই বিনাশ হয়েছিল l বাবা তাঁর সাথে মিলনের যে পথ বলে দেন, এ কোনো নতুন কথা নয় l বাবা বলেন যে, আমি কল্পে কল্পে এসে তোমাদের পথ বলে দিই l বাচ্চারা, তোমরা জান যে, এ আমাদের রাজ্যের স্থাপন হচ্ছে l মানুষ যেই দেবতাদের পূজা করে, তাঁদের রাজ্য আবারও স্থাপন হচ্ছে l পাঁচ হাজার বছরের চক্র যা আবারও ঘুরতে থাকে l মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায় l সকলেই মায়ার মতে চলছে l রাবণকে কেন জ্বালানো হয় এর অর্থ কিছুই জানে না l তোমাদের নাম হল স্বদর্শন চক্রধারী l এ হল তোমাদের এইম অবজেক্ট l বাবার মধ্যে যে জ্ঞান আছে তা তিনি আত্মাদের দিয়েছেন l ড্রামার চক্র যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তিনি এসে এই জ্ঞান দেন l বাবা এসেই এই কর্ম করা শেখান l এরপর বাম মার্গে যেতে শুরু করলেই রাত শুরু হয়ে যায় l এরপর আমরা নীচে নামতেই থাকি l সুখ কম হয়ে যায় l বাবার বুদ্ধিতে যেমন সম্পূর্ণ চক্র আছে, তেমনি তোমাদের বুদ্ধিতেও সেই সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান আছে l বাকি তোমাদের পবিত্র হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয় l তোমরা এইজন্যই তাঁকে ডাকো যে, বাবা তুমি এসে আমাদের পতিতদের পবিত্র করো, এরপর জ্ঞানও তো চাই l তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে l বাবা আসেন বাচ্চাদের রাজযোগ শেখাতে l অন্য কাউকেই তিনি শেখাতে আসবেন না l মানুষ পতিত পাবন বাবাকে ডাকে -- বাবা, তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও l এখন তোমরা পুণ্য আত্মা হচ্ছ l এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী আবারও রিপিট হচ্ছে l এ কতো রহস্যময় কথা l মানুষ না আত্মাকে আর না পরমাত্মাকে জানে l আত্মা যে যেমন, তেমন তার পার্ট l তাও বাবাই বলে দেন l এ এক আশ্চর্য যে, ছোটো আত্মার মধ্যে কি কি পার্ট ভরা আছে l শুনেই রোমাঞ্চিত হয়ে যায় l কারোর আবার আত্মার সাক্ষাৎকার হয় l আত্মাকে ঝলমলে দেখা যায় কিন্তু তাতে কি লাভ? এখানে তো যোগ লাগাতে হবে l মানুষ মনে করে, সাক্ষাৎকার হলো আর মুক্তি পেলাম l পাপ ভস্ম হয়ে গেল l এ তো আরো ধোকাতে থেকে যায় l বাবা তো সব কথাই বুঝিয়ে বলেন l তিনি বলেন, তোমাদের আমি গুহ্য কথা শোনাই l তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান আছে l ব্যস, বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ করতে হবে l টিচারকেও স্মরণ করতে হবে আর নলেজকেও স্মরণ করতে হবে l এই স্মরণ করতে করতে ড্রামা অনুসারে তোমরা কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে l যেমন বস্ত্রহীন অবস্থায় এসেছিলে, ঠিক তেমনই যেতে হবে l তোমরা দৈবী সংস্কার নিয়েই যাও l ওখানে কোনো জ্ঞান থাকে না l একেই বলা হয় সহজ স্মরণ l যোগ শব্দে মানুষ দ্বিধায় পড়ে যায় l ওরা হল হঠযোগী l সহজ যোগ তো বাবা-ই শেখান l তোমরা আগে শুনেছিলে - গীতার ভগবান সহজ যোগ শিখিয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে কেউ জানত না l একশো ভাগই ভুল বুঝিয়ে দিয়েছে, যাতে মানুষ পতিত হয়ে গেছে l অনেক মত তৈরী হয়েছে l যারা গৃহস্থ জীবনে থাকে তাদের জন্যই এই গীতা শাস্ত্র l তোমরা হলে প্রবৃত্তি মার্গের l আগে তোমাদের পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল এখন সবাই অপবিত্র হয়ে গেছে l এখন আবারও তোমাদের পবিত্র হতে হবে l বাবা হলেন চির পবিত্র l তিনি শ্রীমত দিতেই আসেন l

বাবা বলেন যে, এই সময় সকলেই তমোপ্রধান হয়ে গেছে l প্রথমে সবাই সতোপ্রধান ছিল l আমরাও যেমন প্রথমে সতোপ্রধান ছিলাম তারপর তমোপ্রধান হয়েছি l যারাই প্রথমে আসেন, যেমন পোপ, পাদ্রী সকলেই প্রথমে সতোপ্রধান থাকে তারপর অ্যাডিশন হতে হতে সম্পূর্ণ কল্পবৃক্ষ তমোপ্রধান হয়ে যায় l এখন তো জর্জরিভূত অবস্থায় রয়েছে l বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পার যে, আমরাই সতোপ্রধান ছিলাম আবার ক্রমানুসারে তমোপ্রধান হই l আবার সতোপ্রধান হতে হবে l ক্রমানুসারেই তোমরা হতে থাকবে l নাটকের নিয়ম অনুসারে l এই রকম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনেক কথাই আছে l বীজ যেমন জানে, কেমনভাবে গাছ বের হয় l এই মনুষ্য সৃষ্টিরূপী বৃক্ষের রহস্য বাবাই বুঝিয়ে বলেন l বাগানের মালিকও তো তিনিই l তিনি জানেন, আমার বাগান কত সুন্দর ছিল l বাবার তো জ্ঞান আছে, তাই না l কত ফার্স্টক্লাস ঈশ্বরীয় বাগান ছিল l

এখন তো শয়তানের বাগান l রাবণ রাজ্যকে শয়তান বলা হয় l যেখানে সেখানে মহামারী লেগে আছে l এখন বাকি যেসব অ্যাটমিক বোম্ব রয়েছে, তাও তৈরী করে বসে আছে l সবাই বুঝতে পারে, এ কোনো রেখে দেওয়ার জিনিস নয়, এতে অবশ্যই বিনাশ হতে হবে l বিনাশ যদি না হয় তাহলে সত্যযুগ কিভাবে আসবে l এ তো সম্পূর্ণ পরিষ্কার কথা - যদিও দেখানো হয় - মহাভারী মহাভারতের লড়াই লেগেছিল, পাঁচ পাণ্ডব বেঁচে গিয়েছিল l তাঁরাও পরে মারা গিয়েছিল কিন্তু রেজাল্ট কিছুই নেই l এই নাটকও বানানো হয়েছে যা বাবা বসে বোঝান l ভারতকেই লুণ্ঠন করেছিল, এখন আবার রিটার্ন দিচ্ছে l পরের দিকেও দিতে থাকবে l এও তোমরা জানো যে, বিনাশে সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে l আমাদের যখন রাজ্য ছিল তখন অন্য কারও রাজ্যছিল না l হিস্ট্রি অবশ্যই রিপিট হবে l ভারত আবার স্বর্গ হবে l লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য আসবে l আমরা আবার এমন হবো l আর কোনো খন্ডের নাম সেখানে থাকবে না l এখন হল কলিযুগের অন্তিম সময়, এরপর লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব আসবে l আমরা আবার এমন হবো l বাবা বলেন, আমি আসি রাজযোগ শেখাতে l কল্প - কল্প অনেকবার তোমরা মালিক হয়েছো l সারা বিশ্বে এদের রাজধানী ছিল l এরা অনেক জ্ঞানী l ওখানে ওদের উপদেষ্টা প্রমুখদের থেকে রায় নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই l এই নাটক বানানো আছে, আবার রিপিট হবে l কৃষ্ণের মন্দিরকে বলা হয় সুখধাম l শিববাবা এসে সুখধাম স্থাপন করেন l খ্রীষ্টানরা নিজেরাই বলে যে, ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর পূর্বে ভারতে স্বর্গ ছিল l প্রথমে এক ধর্ম ছিল তারপর অন্য ধর্ম এসেছে l বাচ্চাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত যে বাবা আমাদের কিভাবে বাদশাহী দেন l বাবা এসে ভক্তির ফল প্রদান করেন l এ কতো সহজ, কিন্তু তারাই বুঝতে পারবে যারা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে আগের কল্পে বুঝেছিল l আচ্ছা l

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) স্বদর্শন চক্র ধারণ করে নিজের পাপকে ভস্ম করতে হবে l নজরে রেখো -- কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো পাপ কর্ম যেন না হয় l কর্মাতীত হওয়ার স্বয়ং প্রচেষ্টা করো l

২) সাক্ষাৎকারের আশা রাখবে না l সাক্ষাৎকারে মুক্তি পাওয়া যায় না, পাপও কাটে না, সাক্ষাৎকারেও কোনো লাভ নেই l বাবা আর তাঁর জ্ঞানকে স্মরণ করলেই জং দূর হবে l

বরদানঃ- চেহারার দ্বারা সর্ব শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তিগুলির অনুভব করিয়ে সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন ভব

সঙ্গম যুগে তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আত্মাদের বরদান হলো "সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব"। এইরকম বরদানী আত্মাদেরকে পরিশ্রম করতে হয় না। তাদের চেহারার জৌলুস বলে দেয় যে এরা কিছু পেয়েছে, এরা হলো প্রাপ্তি স্বরূপ আত্মা । কোনো কোনো বাচ্চার চেহারাকে দেখে সাধারণ মানুষ বলে এদের লক্ষ্য অনেক উঁচু, এরা অনেক ত্যাগ করেছে, ত্যাগ দেখা যায় কিন্তু ভাগ্য নয়। যখন সর্বপ্রাপ্তির নেশাতে থেকে নিজেদের ভাগ্য দেখাবে তখন সবাই সহজ আকৃষ্ট হয়ে এখানে আসবে।

স্লোগানঃ- যেখানে উৎসাহ উদ্দীপনা আর এক মত-এর সংগঠন থাকবে, সেখানে সফলতা সমাহিত হয়েই আছে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;